ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬০৮
আগরতলা, ১ জুলাই,২০২৪

৮ম জিএসটি দিবস উদযাপন
রাজ্য সরকার গত ৬ বছরে জনগণের উপর বাড়তি কোনও করের বোঝা আরোপ করেনি : অর্থমন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার গত ৬ বছরে জনগণের উপর বাড়তি কোনও করের বোঝা আরোপ করেনি। তারপরেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন কর খাতে রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি কর আদায় হয়েছে। কর প্রদানকারী জনগণের সঙ্গে সরকার একত্রিত হয়ে কাজ করার ফলেই এই খাতে রাজ্যের আয় দিন দিন বাড়ছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ৮ম জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে গত অর্থবছরে যেসকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি কর প্রদান করেছে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। এছাড়াও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে যেসকল এজেন্টের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বেশি ছিল তাদেরকেও অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হালহুলির ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের এক এজেন্টের পুত্র শুভ্রজিৎ চৌধুরীকে এবছরের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দ্বাদশ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আরও বলেন, যে কোনও স্থানের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০১৪ সালের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২-এর পাতায়

রাজ্যে বর্তমানে ১৯টি রেল চলাচলের পাশাপাশি বিমান পরিষেবারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অচিরেই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতি অল্প সময়ে মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে পণ্য আদান প্রদান শুরু হবে। তারফলে এই রাজ্যের উন্নয়ন আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্যে জিএসটি খাতে আয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে কর আদায় আরও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিজিএসটির কমিশনার টি ভি রবি, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার প্রমুখ। পণ্য ও পরিষেবা কর দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কর প্রদানকারী ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্টগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****